গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২১০

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৯
২৫ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: **লালমনিরহাট জেলার আর্দশ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের বিধি বহির্ভূত কর্মকান্ড ও দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ তদন্তকরণ**

সূত্র: দুদক কার্যালয়ের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০১৮.২২.৭৩৯০; ১৬/০২/২২খ্রি.

লালমনিরহাট জেলার আর্দশ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের বিধি বহির্ভূত কর্মকান্ড ও দুর্নীতির বিষয়ে উক্ত কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম দুদক কার্যালয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। দুদক কার্যালয়ের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.০১৮.২২.৭৩৯০; ১৬/০২/২২খ্রি. মোতাবেক উক্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাউশিতে প্রেরণ করেন।

অভিযোগের বর্ণনা:
উপরাক্তে বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ১৯৯৪ সালে তকালীন জেলা যুবদলের সভাপতি ও সদ্য বহি:স্কৃত জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মাহবুবুল আলম মিঠু তার শিক্ষা জীবনের সমস্ত সনদ তৃতীয় বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও লালমনিরহাট আদর্শ ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু তার সমস্ত সনদ তৃতীয় বিভাগ হওয়ার কারণে তার এমপিও ভূক্তির জটিলতা দেখা যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বিভাগ মাষ্টার্স সনদ সংগ্রহ করে ২০০০ সালে বেতনভূক্ত হন। মাষ্টার্স পাসের ১০ বৎসর পর কিভাবে মান উন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে সনদ সংগ্রহ করে এটি একটি প্রশ্ন? তার চারটি সনদে কোন সনদের সঙ্গে নামের মিল নাই। গত ২০১৯ সালে মার্চ এর এমপিও তে সম্ভবত বিএড এবং NTRCA এর সার্টিফিকেট দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের উচ্চতর বেতন স্কেলের বেতন করেন, এ সার্টিফিকেট দুটিসহ মাষ্টার্স সার্টিফিকেটটি সম্ভবত জাল। নিম্নে অধ্যক্ষের বিধি বহির্ভূত কিছু কর্মকান্ড আপনার নিকট পেশ করছি। ১। কলেজ জন্মলগ্ন থেকে যত অডিট হয়েছে অধ্যক্ষ তার মূল মাষ্টার্স সনদ দেখাতে পারেনি। হাইকোর্টে জমা - আছে বলে অডিটর কে ম্যানেজ করে নেন। ২। তার ভগ্নিপতি এমদাদুল হক শরীরচর্চার শিক্ষক হলেও বিপিএড সনদ ছাড়াই কলেজ জন্ম লগ্ন থেকে সরকারী 'বেতনভাতা ভাগে করে আসছেন। ৩। সরকার কর্তৃক শিক্ষকদের টিউশন ফি এর টাকা আজ পর্যন্ত শিক্ষকদের মাঝে বন্টন করেন নাই। একাই ভাগে করে আসছেন। ৪। সরকার এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক কলেজ লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগারের অনেক অনুদান পেলেও কলেজ প্রতিষ্ঠা থেকে কোন বই বা বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি কেনা হয় নাই। ৫। শিক্ষক নিয়াগে কোটি টাকা ডানেশন নিয়েও তা দিয়ে কলেজের কোন উন্নয়ন করেনি। কলেজের মাঠ সংলগ্ন যে জমি ক্রয় করেছে এর মধ্যে কিছু জমি সম্ভবত নিজের নামে ক্রয় করেছে। ৬। নিজের পিতা ডাঃ আবুল মহসীন প্রামানিক বৃত্তি তহবিলের নামে ছাত্র/ছাত্রী ও বিভিন্ন ভাবে অর্থ সংগ্রহ করলেও, মাত্র তিন বার বৃত্তি দেয়া হয়েছে মাটে ৩০,০০০/= টাকা। বর্তমানে বৃত্তির টাকা না দিয়ে একাই ভাগে করছেন। ৭। অত্র কলেজে চারটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু আছে, নেই কোন বিভাগীয় প্রধান, নেই কোন বিভাগীয় অফিস ও সেমিনার কক্ষ। উপার্জিত অনার্সের টাকা অনার্সের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ ২০০০-৩০০০ টাকা মাসিক বেতন দেন তাও প্রতি মাসে নয়। ৮। সরকার কর্তৃক নির্দেশিত শিক্ষক কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক হাজিরা খাতার ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত হাজিরা খাতায় অধ্যক্ষের কোন নাম নাই। বেশির ভাগ সময় তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন। ৯। কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন

হয়নি, কৌশলে ২-৩ জন বাদ দিয়ে নিজের পরিবার ও তার অধিনস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে আসছেন। যার জন্য অতি সহজেই যত প্রকার নিয়ম বহির্ভূত কর্মকান্ড করেন। ১০। ১৯৯৪ সাল থেকে অত্র কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর মাটে কর্মচারী ৮ জন। এদের মধ্যে বেশির ভাগ পিওন তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। এর মধ্যে (১) শাহাদত গাডোউন; (২) শাহাবুদ্দিন ভাটার ব্যবসা; (৩) আলাউদ্দিন বাসার কাজে নিয়োজিত। ১১। অত্র কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট রশিদ ছাড়াই প্রশংসা পত্র ও সার্টিফিকেট এর জন্য ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা নেয়া হয়। ১২। সুপ্রিয়া মাহেন্ত নামে একজন প্রভাষক ইনডেক্স নং-(৩০০১১৬২) ২০১২ সালে কানাডায় চলে যান। যাবার সময় অধ্যক্ষ অনেক গুলা চেকের পাতায় স্বাক্ষর করিয়া নেন। ঐ শিক্ষক বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন। MPO সীটে তার নাম এখনও বহাল। ১৩। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে কলেজে ৮ জন সহকারী অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও তার অধিনস্ত জুনিয়ার প্রভাষক বদিয়ার রহমান কে বিধি বহির্ভূত ভাবে কলেজের দায়িত্ব দিয়ে যান। যেটি সহকারী অধ্যাপক এবং সিনিয়র প্রভাষকদের জন্য অপমান জনক। ১৪। কলেজের বার্ষিক আয় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এর পরেও বিদ্যুৎ বিল প্রায় ১,২৭,০০০/= এবং পানির বিল ৪০,০০০/= টাকা বকেয়া। কলেজ থেকে অর্জিত আয় তার ব্যক্তিগত হিসাবে চলে যায়। উপরাক্তে অভিযাগে ছাড়াও আরা অসংখ্য অভিযাগে রয়েছে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কথা বললে চাকরী হারানারে ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না। একজন শিক্ষক প্রতিবাদ করায় তিন বৎসর অবৈধ ভাবে বেতন বন্ধ করে রাখেন, পরে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়ে চাকরীতে যাগেদান করেন। অধ্যক্ষ একজন চতুর যখন যে দল ক্ষমতায় আসেন, সেই দলে যাগেদান বা বড় নেতাদের ম্যানেজ করে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করেন। দীর্ঘ ২৭ বৎসর অত্র কলেজে যত অডিট হয়েছে তিনি কৌশলে তাদেরকে ম্যানেজ করে নিজ পদে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। অতএব মহাদেয়ের নিকট আমার বিনীত আবেদন উপরাক্তে অভিযাগে গুলি সুষ্ঠু তদন্ত করে কলেজ টিকে দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা করতে আপনার মর্জি হয়।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহ ১০(দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পরিচালক ও উপপরিচালক (কলেজ) , মাউশি, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুরকে নির্দেশক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২৫-৪-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক
ফোন: +88-02-223351057
ইমেইল: dg@dshe.gov.bd

বিতরণ :
১) পরিচালক, পরিচালকের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রংপুর অঞ্চল, রংপুর
২) উপপরিচালক (কলেজ), কলেজ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রংপুর অঞ্চল, রংপুর

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২১০/১(৩)

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৯
২৫ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন
২) অধ্যক্ষ, আদর্শ ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট
৩) জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম , সহকারী অধ্যাপক, আদর্শ ডিগ্রি কলেজ, লালমনিরহাট।

২৫-৪-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক